সপ্তদশ অধ্যায়

নানা ধরনের যাত্রীদের বর্ণনা

খানিকক্ষণ পরে আবার ঘুমিয়ে গিয়ে স্বপ্নে দেখলাম, যাত্রী দু-জন পাহাড় থেকে নেমে রাজপথ ধরে সোজা ***স্বর্গীয় রাজধানীর*** দিকে চলেছে। পর্বতের একটু নিচে বাঁ-দিকে ***দর্প*** নামে একটা দেশ। সেখান থেকে একটা সরু বাঁকা রাস্তা এসে রাজপথের সঙ্গে মিশেছে। এই সংযোগস্থানে *অজ্ঞান* নামে এক চতুর যুবকের সঙ্গে তাদের দেখা হল। ***খ্রীষ্টিয়ান*** তাকে জিজ্ঞেস করল, "কোথা থেকে আসছ, ভাই;আর যাবেই বা কোথায়?"

অজ্ঞান— একটু দূরে বাঁ-দিকে যে দেশটা দেখা যাচ্ছে, ওখানে আমার জন্ম;এখন যাচ্ছি ***স্বর্গীয় রাজধানীর*** দিকে।

খ্রীষ্টিয়ান— কিন্তু ভাই, *রাজধানীতে* কীভাবে প্রবেশ করবে, বলো তো? নানা রকম বিধি-নিষেধ তো আছে!

অজ্ঞান— সকলে যেভাবে যায়, আমিও সেইভাবে যাব।

খ্রীষ্টিয়ান— কিন্তু তোমার কাছে অনুমতি পত্র আছে, যা দেখে ***দরোয়ান*** গেট খুলে দেবে?

অজ্ঞান— ***প্রভুর*** ইচ্ছা কি, আমি জানি। আমার আচার-ব্যবহারও ভাল। কাউকে ফাঁকি দিই নে; উপবাস-প্রার্থনা করি, আয়ের দশমাংশ দিই, ভিখিরীকে ভিক্ষা দিই;তা ছাড়া, ***রাজধানীতে*** যাবার জন্য স্বদেশের মায়াও ত্যাগ করেছি। — যারা সৎকাজ করে স্বর্গে যাবার দাবী করে, "অজ্ঞান" তাদের দৃষ্টান্ত।

খ্রীষ্টিয়ান— পথের শুরুতে যে ছোট দরজা আছে, সেখান দিয়ে তো তুমি আসোনি। নিজের বিষয়ে যাই মনে কর না কেন, বিচার দিনে তুমি ***স্বর্গীয় রাজধানীতে*** প্রবেশ করতে তো পারবেই না, বরং চোর ও দস্যু বলে বিবেচিত হবে।

অজ্ঞান— দেখুন, আপনারা আমার নিতান্ত অপরিচিত, আপনাদের সম্বন্ধে কিছুই জানি নে। আপনারা আপনাদের দেশের রীতি বা ধর্ম অনুসারে চলুন, আমি আমার দেশের রীতি বা ধর্ম অনুসারে চলি, তা হলে, কোন অসুবিধার সৃষ্টি হবে না। আর যে ছোট দরজার কথা বলছেন, তা আমাদের দেশ থেকে অনেক দূরে, তার পথ কেউ চেনে কি না, তা-ও জানি নে। আর না চিনলেই বা ক্ষতি কি? দেখছেন তো, কত সুন্দর, ঐ সরু পথটা আমাদের দেশ থেকে এসে রাজপথে মিশেছে।

তা শুনে ***খ্রীষ্টিয়ান*** বুঝতে পারল, ***অজ্ঞান*** বড়ই অহঙ্কারী;তাই ***আশাবানের*** কানে কানে

বলল, "বুদ্ধিহীন হয়েও যে নিজেকে বুদ্ধিমান মনে করে, তার চেয়ে বড় নির্বোধ আর কেউ নেই" (হিতোপদেশ ২৬:১২)। সে আরও বলল, "মূর্খ যখন পথে চলে, তখনও প্রকাশ পায় তার নির্বুদ্ধিতা, সে সকলকে জানিয়ে দেয় যে, সে বোধবুদ্ধিহীন" (উপদেশক ১০:৩)। কি বল, অজ্ঞানের সঙ্গে এখন আর কথা বলার প্রয়োজন আছে? আমার মনে হয়, যতটা বলেছি, তাই নিয়েই কিছুক্ষণ ভাবনা-চিন্তা করুক, হয় তো, তাতে তার উপকার হবে। আমরা বরং খানিকটা এগিয়ে অপেক্ষা করব।

আশাবান তখন বলল, "ঠিক আছে, কিছুটা সময় ওকে একা থাকতে দেওয়া যাক, যা বলেছ, তা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করুক; পাছে সুপরামর্শ পেয়েও অবহেলাবশত মুক্তিধন প্রত্যাখ্যান করে। এখন আমরা এগিয়ে যাই, পরে সুযোগ বুঝে ওর সঙ্গে আবার কথা বলা যাবে।

তারা তাই আগে এগিয়ে গেল, আর ***অজ্ঞান*** পিছন পিছন আসতে লাগল। কিছুটা গিয়ে তাদের একটা অন্ধকার গলিতে যেতে হল; সেখানে তারা দেখল, সাতটা ভূত একটা লোককে সাত গাছা দড়ি দিয়ে বেঁধে (মথি ১২:৪৫) পর্বতের পাশে যে দরজা দেখেছিল, সেইদিকে নিয়ে যাচ্ছে। তা দেখে তারা ভয়ে কাঁপতে লাগল, তবুও লোকটাকে চেনে কি না দেখবার জন্য তার দিকে তাকাল। ***খ্রীষ্টিয়ান*** বলল, লোকটা ***ধর্মহীন*** শহরের ***বিমুখ*** হতে পারে। লোকটা ধরাপড়া চোরের মত মাথা নিচু করে যাচ্ছিল, তাই তার মুখ ভাল করে দেখতে পেল না; কিন্তু কিছুটা এগিয়ে গেলে ***আশাবানের*** নজরে এল, লোকটার পিঠে একটা কাগজ সাঁটানো রয়েছে, তাতে লেখা আছে, "সুখবিলাসী, বকধার্মিক, বিনাশযোগ্য, ধর্মত্যাগী"।

খ্রীষ্টিয়ান তখন সঙ্গীকে বলল, একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল — ***সরলপুরের অল্পবিশ্বাস*** নামে এক ভদ্রলোকের এখানে যে দুর্গতি হয়েছিল, সেই ঘটনা। ***প্রশস্তপথ-দ্বার*** নামক স্থান থেকে ***প্রেতগলি*** নামে একটা রাস্তা এই পথের মুখে মিশেছে, দেখেছ। বহু পথিক ঐ পথে প্রাণ হারিয়েছে বলে ওর নাম হয়েছে ***প্রেতগলি***। ঐ সংযোগ স্থলে এসে ***অল্পবিশ্বাস*** ক্লান্তিবশত বসে ঘুমিয়ে পড়েছিল; তখন ***ভগ্নমন, আস্থাহীন*** ও ***অপকর্ম*** নামে তিন দুষ্কৃতী এসে হাজির হয়। এরা ছিল তিন ভাই। ***অল্পবিশ্বাস*** জেগে উঠে যাত্রা করতে যাচ্ছে এমন সময় তাকে ঘিরে ধরে দুষ্কৃতীরা বলল, "ভাল চাস তো চুপ করে দাঁড়া।" বেচারা ***অল্পবিশ্বাস*** এমন ঘাবড়ে গিয়েছিল যে, সে আর প্রতিরোধ করতে বা দৌড়ে পালাতে পারেনি। ***ভগ্নমন*** তাকে বলল, "টাকা-পয়সা কি আছে, বার কর।" সে ইতস্তত করাতে ***আস্থাহীন*** তার পকেটে হাত ঢুকিয়ে মানিব্যাগ বের করে নিল। তখন সে খানিকটা ধাতস্থ হয়ে "চোর" "চোর" বলে চেঁচিয়ে উঠল। তাতে ফল যা হবার তাই হল — ***অপকর্ম*** হাতের লাঠি দিয়ে তার মাথায় এমন আঘাত করল যে, তার মাথা ফেটে রক্ত পড়তে লাগল এবং সে মৃতপ্রায় হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। এতক্ষণ মস্তানেরা তার কাছে দাঁড়িয়ে দেখছিল, কিন্তু কারও এগিয়ে আসার শব্দ পেয়ে

তারা চম্পট দিল; কারণ তারা জানত, যিনি আসছেন তিনি আর কেউ নন — তিনি হলেন ***আশ্বাস*** নগরের ***মহানুগ্রহ***। কিছুক্ষণ পরে বেচারা **অল্পবিশ্বাস** একটু ভাল বোধ করাতে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে আবার পথ চলতে শুরু করল।

ঘটনার কথা শুনে ***আশাবান*** জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, দুষ্কৃতীরা কি বেচারার সবকিছু নিয়ে গিয়েছিল?

খ্রীষ্টিয়ান— না, তার লুকোন মণির হদিশ তারা পায়নি। কিন্তু নগদ টাকা খোয়া যাওয়াতে ভদ্রলোক বড্ড কষ্টে পড়েছিল। কটা মাত্র খুচরো টাকা পকেটে পড়েছিল, তাতে তার কুলোয়নি (১পিতর ৪:১৮)। শুনেছি, পথে তাকে ভিক্ষে পর্যন্ত চাইতে হয়েছিল, কারণ মণি-রত্ন বিক্রি করা বারণ ছিল। কখনো কখনো তাকে অনাহারেও থাকতে হয়েছিল।

আশাবান— তবু দস্যুরা যে রাজধানীর প্রবেশপত্রখানা ছিনিয়ে নেয়নি, এটাই আশ্চর্যের ব্যাপার!

খ্রীষ্টিয়ান— আশ্চর্যের বিষয় তো নিশ্চয়। আসল ব্যাপার হল, দুষ্কৃতীরা তার প্রবেশপত্রটা দেখতেই পায়নি; আবার তা যে ***অল্পবিশ্বাসের*** বুদ্ধি খাটানোর জন্য হয়েছিল তা-ও নয়। কেবল ***ঈশ্বরের অনুগ্রহেই*** এই অমূল্য সম্পদ দস্যুদের হাতে পড়েনি (২তীমথি ১:১২, ১৪; ১পিতর ১:৫, ৯)।

আশাবান— সত্যিই, এটা তার বড় সান্ত্বনার কারণ।

খ্রীষ্টিয়ান— তা ঠিক; কিন্তু সে যদি এর উপযুক্ত ব্যবহার করতে পারত, তবেই তা তার পক্ষে পূর্ণ সান্ত্বনার কারণ হত। শুনেছি, টাকা ছিনতাই হওয়াতে সে এত হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিল যে, ঐ অমূল্য সম্পদের যথার্থ ব্যবহার করতে পারেনি; শুধু তা-ই নয়, অবশিষ্ট পথের অনেক দূর পর্যন্ত অনুমতিপত্রের কথা তার মনেই পড়েনি। যখনই মনে পড়েছে, সান্ত্বনার উদয় হতে না হতে টাকা ছিনতাইয়ের চিন্তায় তা চাপা পড়ে গেছে।

আশাবান— এ তো বড় দুঃখের কথা।

খ্রীষ্টিয়ান— সত্যিই দুঃখের কথা। তার মত যদি আমাদের কারও বিদেশে গিয়ে টাকা-পয়সা খোয়া যেত, শরীর ক্ষতবিক্ষত হত, তা হলে, কি আমাদেরও দুঃখ হত না? সে যে দুঃখভারে প্রাণ হারায়নি, এটাই আশ্চর্যের বিষয়। শুনেছি, বাকি পথে যার সঙ্গে দেখা হয়েছে, তাকেই তার দুর্দশার কথা ও কীভাবে প্রাণে বেঁচে গেছে, সেই কথাই বলেছে।

আশাবান— কষ্টে পড়েও সে যে মণিমুক্তোগুলো বিক্রি করেনি, বা বন্ধক রাখেনি, এটাই অবাক হবার।

খ্রীষ্টিয়ান— তুমি যে কচি খোকার মত কথা বলছ। কার কাছে বিক্রি করবে বা বন্ধক রাখবে? সে যে এলাকায় দুষ্কৃতীদের কবলে পড়েছিল, সেখানে মণিমুক্তোর কোন মূল্য নেই; ***অল্পবিশ্বাসও*** তেমন কোন সাহায্য চায়নি। সে জানত, ***রাজধানীতে*** মণিমুক্তো দরকার হবে, অনুমতিপত্র না থাকলে সেখানে প্রবেশ করা যাবে না; আর সে অবস্থা, দশ

হাজার দুষ্কৃতীর অত্যাচারের চেয়েও ভয়ানক হত।

আশাবান— এমন খোঁচামারা কথা কেন বল, ভাই? ***এষৌয়ের*** জ্যেষ্ঠাধিকারও তো তার পক্ষে মহামূল্য রত্নস্বরূপ ছিল, এক বাটি ঝোলের লোভে তা বিক্রি করে দিয়েছিল (ইব্রীয় ১২:১৬)। *এষৌ* যখন এমন কাজ করেছিল, তখন ***অল্পবিশ্বাস*** করবে, তাতে আশ্চর্যের কী আছে?

খ্রীষ্টিয়ান— হ্যাঁ, ***এষৌ*** তার জ্যেষ্ঠাধিকার বিক্রি করে দিয়েছিল, আবার ***এষৌয়ের*** মত নীচ স্বভাবের লোকেরাও জ্যেষ্ঠাধিকার বিক্রি করে প্রকৃত সম্পদ থেকে বঞ্চিত হয়; কিন্তু ***এষৌ*** আর ***অল্পবিশ্বাস***, এবং তাদের সম্পদের মধ্যে পার্থক্য আছে। ***এষৌয়ের*** জ্যেষ্ঠাধিকার ছায়াস্বরূপ, কিন্তু ***অল্পবিশ্বাসের*** মণিমুক্তো প্রকৃত বস্তু। উদর ছিল ***এষৌয়ের*** সর্বস্ব অর্থাৎ খিদেটাই ছিল প্রধান, কিন্তু ***অল্পবিশ্বাসের*** তা ছিল না। ***এষৌ*** তো নিজেই বলেছিল, "আমি মরতে বসেছি, এখন জ্যেষ্ঠাধিকারে আমার কী লাভ" (আদি. ২৫:৩২)? কিন্তু ***অল্পবিশ্বাসের*** বিশ্বাস কম হলেও সে ***এষৌয়ের*** মত ভুল করেনি, সে তার সম্পদের মূল্য বুঝেছিল, বা তার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সচেতন ছিল। ***এষৌয়ের*** একমাত্র লক্ষ্য ছিল পার্থিব বা দৈহিক প্রয়োজন মেটানো, কিন্তু ***অল্পবিশ্বাসের*** মনের গতি-প্রকৃতি ছিল ভিন্ন প্রকার;তার মন ছিল ***স্বর্গীয়*** বিষয়ে আসক্ত। অসার জাগতিক বিষয় তার মনকে কখনো তৃপ্ত করতে পারে না। — ***অল্পবিশ্বাসের*** মণিমুক্তো বলতে পাপ ক্ষমার নিশ্চয়তা, ঈশ্বরের সঙ্গে সম্মিলন ও অনন্তকাল স্বর্গে প্রভুর সঙ্গে থাকার প্রত্যাশা; আর টাকা-পয়সা বলতে জাগতিক সুখ-সমৃদ্ধি, শান্তি-আনন্দ, সান্ত্বনা, তৃপ্তি ইত্যাদি বোঝানো হয়েছে। — খিদে মেটাবার জন্য কেউ ঘাস কেনে না;আবার পায়রা কখনও কাকের মত পচা-গলা শব খায় না। অবিশ্বাসী লোক তার কামনা-বাসনা তৃপ্তির জন্য সর্বস্ব ব্যয় করতে পারে, কিন্তু যাদের পরিত্রাণ সম্বন্ধে সামান্য বিশ্বাস বা নিশ্চয়তা আছে, তারা তা করতে পারে না। তাই বলি, এ বিষয়ে তুমি ভুল বলেছ।

আশাবান— হ্যাঁ, তোমার কথা মেনে নিচ্ছি; কিন্তু তোমার *ঠেসমারা* কথায় একটু বিরক্ত হয়েছিলাম।

খ্রীষ্টিয়ান— দেখ, ছেলেপুলেরা না বুঝে অনেক কাজ করে, সেই জন্য তাদের সঙ্গে তোমার তুলনা করেছিলাম। যাক্ গে ওসব কথা; এখন যাতে উপকার হবে, এমন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা যাক্।

আশাবান— শোন, ভাই ***খ্রীষ্টিয়ান***, আমার মনে হয়, ঐ তিনজনই কাপুরুষ ছিল, তা না হলে, একজনের পায়ের শব্দ শুনে কেউ পালায়? ***অল্পবিশ্বাস*** একটু সাহস করে এক হাত লড়লে হয় তো প্রতিহত করতে পারত। নিতান্ত না পারলে তখন পরাজয় স্বীকার করত!

খ্রীষ্টিয়ান— মুখে অনেকেই তাদের কাপুরুষ বলে, কিন্তু কাজের বেলায় পারে না। আর যে

সাহসের কথা বলছ, ***অল্পবিশ্বাসের*** তা ছিল না। তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, তুমি ওদের হাতে পড়লে লড়ে যেতে, কিন্তু ওদের মুখোমুখি হলে ভয় পেয়ে যাওয়াটাও অসম্ভব নয়। তা ছাড়া, খুন-জখম ওদের কাছে জলভাত; ওরা হল "**অগাধ-লোকের**" প্রধানের চাকর। সে নিজেও গর্জনকারী সিংহের মত কাকে গ্রাস করবে, তার অন্বেষণ করে বেড়াচ্ছে (১পিতর ৫:৮)। প্রয়োজন হলে সে নিজে এসে ওদের সঙ্গে লেগে পড়ে। ***অল্পবিশ্বাসের*** মত আমিও ওদের হাতে পড়েছিলাম, তাই জানি, ওদের হাতে পড়া কী সাংঘাতিক ব্যাপার। ওরা যখন আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, আমিও খ্রীষ্টিয়ান হিসাবে প্রতিরোধ করতে আরম্ভ করেছিলাম। বেগতিক দেখে ওরা একটু হাঁক দিল, আর সঙ্গে সঙ্গে প্রধান এসে হাজির। তবে আমি ***ঈশ্বরের অভেদ্য আচ্ছাদনে*** আচ্ছাদিত ছিলাম, তাই আমার কিছু করতে পারেনি, কিন্তু এ যুদ্ধ যে কত কঠিন, তা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিলাম।

আশাবান— কিন্তু ***মহানুগ্রহ*** আসছেন, ভেবেই তারা পালিয়ে গিয়েছিল।

খ্রীষ্টিয়ান— হ্যাঁ, ***মহানুগ্রহকে*** দেখে তারা ও তাদের প্রধান অনেক বার পালিয়েছে; কারণ তিনি ***বীরশ্রেষ্ঠ***, তাঁকে দেখে পালিয়ে গেলে অবাক হবার কিছু নেই। ***বীরশ্রেষ্ঠ*** আর ***অল্পবিশ্বাস***, এ দু-জনকে সমপর্যায়ে ফেলা যায় না। রাজার সব প্রজা তাঁর বীর সৈনিক নয়, ***বীরশ্রেষ্ঠের*** মত যুদ্ধ ক্ষেত্রে বীরত্বের পরিচয় দিতে পারে না। আবার যে কোন ছেলে কি ***দাউদের*** মত ***গলিয়াথকে*** বধ করতে পারে? কিংবা একটা ষাঁড়ের গায়ে যে বল, তা কি একটা চড়াই পাখির থাকতে পারে? কেউ কেউ বলবান, আবার কেউ বা দুর্বল; কারও বিশ্বাস খুব দৃঢ়, কারও বা অল্প। ঐ লোকটার বিশ্বাস অল্প ছিল, তাই পারেনি।

আশাবান— তখন ***মহানুগ্রহের*** সঙ্গে ওদের সাক্ষাৎ হলে ভাল হত।

খ্রীষ্টিয়ান— তাঁকেও কষ্ট পেতে হত; অস্ত্রচালনায় ***মহানুগ্রহ*** সুদক্ষ, যতক্ষণ শত্রু তরোয়ালের মুখে থাকে, ততক্ষণ ***তিনি*** তাকে অনায়াসে পরাস্ত করতে পারেন, কিন্তু ***ভগ্নমন, আস্থাহীন*** ইত্যাদি দুর্বৃত্তেরা যদি জাপটে ধরে ফেলে, তবে ***তাঁকেও*** কষ্ট পেতে হয়। আর একবার পড়ে গেলে মানুষের আবার উঠে দাঁড়ানো কতটা কষ্টকর, তা সহজেই অনুমেয়। — কেবল বিশ্বাসেই ভক্ত (বিশ্বাসী) স্থির থাকতে পারে (২করি. ১:২৪)। বিশ্বাসীর বিশ্বাস কমে গেলেই দুর্বল হয়ে পড়ে, এবং স্খলিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

কেউ যদি ***মহানুগ্রহের*** মুখের দিকে ভাল করে দৃষ্টি দেয়, তা হলে, তাঁর মুখের ক্ষত চিহ্ন দেখে আমার কথার প্রমাণ পাবে। আমি শুনেছি, একবার তিনি যুদ্ধ করতে করতে বলেছিলেন, "আমি প্রাণের আশাও ছেড়ে দিয়েছিলাম" (২করি. ১:৮)। মনে করে দেখ, এই দুর্বৃত্তদল ও তাদের সঙ্গীদের কারণে ***দাউদ*** রাজাকে কেমন আর্তনাদ, কাতরোক্তি ও শোক করতে হয়েছিল। আর হেমন (গীতসংহিতা ৮৮) ও হিষ্কিয় বীর হলেও কত কষ্টে রক্ষা পেয়েছিলেন। প্রেরিত ***পিতর*** একবার সদর্পে তাদের কাছে গিয়েছিলেন, তাতে কীভাবে তাঁকে নাস্তানাবুদ হতে হয়েছিল,

তা সকলেরই জানা; সামান্য একজন দাসীর কথায় পর্যন্ত তিনি ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন (লুক ২২:৩১-৩৪, ৫৪-৬২)।

এ ছাড়া, দুষ্কৃতীদের প্রধান ওদের এত কাছাকাছি থাকে যে, শিস দিলেই এসে হাজির হয়। যখন দেখে ওরা পেরে উঠছে না, সঙ্গে সঙ্গে ওদের সাহায্য করে। তার বিষয়ে লেখা আছে, "তরবারির আঘাতে তার কিছু হয় না; বর্শা, তির, সড়কি তাকে বিদ্ধ করতে পারে না। সে লোহাকে খড়ের মত, পেতলকে পচা কাঠের মত মনে করে। তির ছুড়ে তাকে তাড়ানো যায় না, ফিঙ্গের পাথর তার কাছে খড়কুটোর সমান। গদা তার কাছে তৃণতুল্য, অস্ত্রের ঝনাৎকারকে সে উপহাস করে (ইয়োব ৪১:২৬-২৯)। এমন সব ক্ষেত্রে মানুষ কি করবে, বল তো? হ্যাঁ, তবে ***ইয়োবের*** ঘোড়ার মত যদি কারও ঘোড়া থাকে, আর যদি সে সাহসী ও দক্ষ ঘোড়সওয়ার হয়, তা হলে, অদ্ভুত কাণ্ড ঘটাতে পারে; যেমন লেখা আছে, "তুমি কি অশ্বকে বলবান করেছ? কেশর দিয়েছ তার গ্রীবায়? তুমি কি তাকে পঙ্গপালের মত উল্লম্ফন করাতে পার? তার হ্রেষারব অতি ভয়ঙ্কর। সে মাটিতে খুর ঘষে নিজ তেজে আস্ফালন করে, ধাবিত হয় রণক্ষেত্রে। ভয় কাকে বলে সে জানে না, তার নেই কোন উদ্বেগ, তরবারির সম্মুখ থেকে সে পালায় না। শোনা যায় তার পৃষ্ঠে আরোহীদের অস্ত্রের ঝনাৎকার, তাদের বরশা ও শূল সূর্যালোকে ঝলসে ওঠে। প্রচণ্ড তেজে ও উন্মাদনায় সে ছুটে চলে, তুরীধবনি শুনে সে স্থির থাকতে পারে না। তুরীধবনির সঙ্গে সঙ্গে সে হ্রেষারব করে, দূর থেকেই সে যুদ্ধের গন্ধ পায়, সেনাপতিদের হুঙ্কার ও গর্জন শোনে" (ইয়োব ৩৯:১৯-২৫)।

কিন্তু তুমি-আমি পদাতিক, আমাদের যেন কখনো শত্রুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার বাসনা না হয়; কিংবা অন্যের পরাজয়ের সংবাদ শুনে অহংকারের বশে যেন বলে না ফেলি, আমরা হলে মজা দেখাতাম। কারণ মুখে বলা, আর কাজে করা এক নয়; ***পিতর*** তার অকাট্য প্রমাণ। তিনি তো বড়াই করে বলেছিলেন, "অন্য সবাই পরিত্যাগ করলেও আমি ***প্রভুকে*** ছেড়ে পালাব না।" কিন্তু ভেবে দেখ তো, গুণ্ডাদের হাতে পড়ে কেমন অপদস্থই না তাকে হতে হয়েছিল?

তাই রাজপথে গুণ্ডাদের উপদ্রব শুনলে আমাদের দুটো বিষয়ে সতর্ক থাকা কর্তব্য।

প্রথমত, অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে পথে যেতে হবে, এবং সঙ্গে একটা "ঢাল" অবশ্যই রাখতে হবে। কারণ, ***লিবিয়াথনের*** সঙ্গে যুদ্ধে যিনি এত বীরত্ব দেখিয়েছিলেন, তিনিও সঙ্গে "ঢাল" না-থাকায় তাকে জব্দ করতে পারেননি। "ঢাল" না-থাকলে সে আমাদের একদম ভয় করবে না। একজন সুদক্ষ যোদ্ধা বলে গেছেন, বিশ্বাসের ঢালও গ্রহণ কর, তা দিয়ে তোমরা পাপাত্মার যাবতীয় অগ্নিবাণ নির্বাণ করতে পারবে" (ইফিষীয় ৬:১৬)।

দ্বিতীয়ত, ***রাজা*** যেন আমাদের সঙ্গে রক্ষনীয় দূতগণ প্রেরণ করেন, বা ***তিনি*** নিজেই সঙ্গে থাকেন, সেজন্য প্রার্থনা করতে হবে। ***তিনি*** সঙ্গে ছিলেন বলে ***দাউদ*** রাজা ***মৃত্যুচ্ছায়া*** উপত্যকা দিয়ে যাবার সময়ও আনন্দ করেছিলেন; আবার ***ঈশ্বর*** সঙ্গে না গেলে ***মোশি*** একটা পদক্ষেপও

না-নিয়ে বরং মৃত্যুকে শ্রেয়জ্ঞান করেছিলেন। ভাই, ***তিনি*** সঙ্গে থাকলে দশ হাজার শত্রুও আমাদের কিছু করতে পারবে না। কিন্তু ***তাঁর*** অনুপস্থিতিতে অহংকারী সাহায্যকারী নিহত লোকদের সঙ্গে পড়ে থাকে (যাত্রা. ৩৩:১৫;গীত. ৩:৫-৮;২৭:১-৩;যিশাইয় ১০:৪)।

আমার নিজের কথা আর কী বলব! ইতিপূর্বে আমাকেও এ যুদ্ধ করতে হয়েছে; আর দেখতেই তো পাচ্ছ, ***ঈশ্বরের অনুগ্রহে*** এখনও বেঁচে আছি, তবু বীরত্বের বড়াই করতে পারি না। ওহ্, এমন যুদ্ধে যেন আর পড়তে না হয়! কিন্তু সম্ভ বত সবকিছু আমরা এখনও পার হতে পারিনি, তবে সিংহ ও ভাল্লুক যখন আমাকে খেতে পারেনি, তখন শত্রু যতই পরাক্রান্ত হোক, ***ঈশ্বর*** আমাদের রক্ষা করবেন।

এইভাবে কথা বলতে বলতে তারা পথ চলতে লাগল; আর ***অজ্ঞান*** তাদের পিছন পিছন চলতে থাকল। খানিকদূর গিয়ে তাদের মনে হল, যেন রাজপথ দু-দিকে ভাগ হয়ে গেছে, এবং দুটো পথই বেশ সোজা মনে হচ্ছে। তারা ফাঁপরে পড়ে গেল, এ বার কোন পথ ধরে এগোবে? দোদুল্যমনে যখন তারা দাঁড়িয়ে, ঠিক তখন একজন ধোপ-দুরস্ত মিহি সাদা কাপড় পরা কালো লোক এসে জিজ্ঞেস করল, "তোমরা এখানে দাঁড়িয়ে আছ যে, কি হয়েছে?" তারা বলল, আমরা ***স্বর্গীয় রাজধানীর*** উদ্দেশে চলেছি, কিন্তু এখন বুঝতে পারছি না, কোন্ পথে যাব।" লোকটা বলল, "আরে, আমিও ওখানে যাচ্ছি, এস, আমার সঙ্গে এস। তারা তার সঙ্গে চলতে থাকল ও কিছুটা দূর গিয়ে তারা এমন এক পথে পড়ল, যা ক্রমশ বাঁক নিয়ে তাদের গন্তব্যস্থলের বিপরীত দিকে গেছে, তবুও তারা তার সঙ্গেই চলতে লাগল। শেষে তাদের অজান্তেই তারা একটা জালে আটকা পড়ে গেল। তারা ভেবে উঠতে পারছে না, কি করবে। এমন সময় কালো লোকটার মিহি সাদা কাপড় খুলে পড়াতে তার স্বরূপ প্রকাশ হয়ে পড়ল। তখন তারা তাদের বিপদ বুঝতে পেরে চিৎকার করতে লাগল। — জীবনপথে চলতে চলতে কখনও কখনও বিশ্বাসীর পক্ষে কোন্‌টা ঈশ্বর-নিরূপিত পথ, তা বুঝতে পারা কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়; তখন পরিচালনা লাভের জন্য মন-প্রাণ দিয়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা ও ঈশ্বরের বাক্য — বাইবেল পাঠ করা অবশ্য কর্তব্য (গীতসংহিতা ১১৯:১০৫ দ্রষ্টব্য)। তা না করে, এই দুই পথিকের মত যদি কেবল মানুষের কথা, বিশেষত যারা আমাদের প্রশংসা করে, তাদের কথা অনুসারে চলি, তবে ভ্রান্তির মধ্যে গিয়ে পড়ব; এবং যে পথ ঈশ্বর-নিরূপিত সোজা পথ বলে মনে হয়েছিল, তা ক্রমে ক্রমে আমাদের ঈশ্বর থেকে দূরে — নরকের পথে নিয়ে যাবে।

খ্রীষ্টিয়ান— ভাই, বড্ড ভুল করে ফেলেছি। ***মেষপালকেরা*** আমাদের ***তোষামোদকারীদের*** থেকে সাবধান থাকতে বলেছিলেন, মনে আছে? জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ শলোমন ঠিকই বলেছেন, "যে ব্যক্তি আপন প্রতিবেশীর তোষামোদ করে, সে তার পায়ের নিচে জাল পাতে (হিতোপদেশ ২৯:৫)।

আশাবান— হ্যাঁ, মনে আছে; তা ছাড়া, ***মেষপালকেরা*** পথ-নির্দেশিকা নামে একটা বই

দিয়েছিলেন, তা পড়তেও আমরা ভুলে গিয়েছি, তাই ***দুষ্টের*** পথ থেকে দূরে থাকতে পারিনি। দাউদ এ বিষয়ে বেশি বুদ্ধি মান ছিলেন। তিনি বলেছেন, "তব ওষ্ঠাধরের বাক্যে, আমি দুষ্টের পথ থেকে সাবধান হয়েছি" (গীত. ১৭:৪)। জালে আবদ্ধ হয়ে এইভাবে তারা আক্ষেপ করতে লাগল। শেষে দেখতে পেল, এক তেজোময় ব্যক্তি চাবুক হাতে তাদের দিকে আসছেন। তিনি কাছে এসে তাদের জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা কোথা থেকে আসছ, এবং এখানেই বা কি করছ?" তারা বলল, "আমরা ***সিয়োনের*** যাত্রী;কিন্তু সাদা মিহি কাপড় পরা এক কালো লোকের কথায় পথ হারিয়ে ফেলেছি। সে-ও ***সিয়োনে*** যাচ্ছে বলে জানিয়েছিল ও আমাদের তাকে অনুসরণ করতে বলেছিল।" তিনি বললেন, "সে দীপ্তিময় দূতের বেশধারী তোষামোদকারী ও ভণ্ড প্রেরিত" (২করিন্থীয় ১১:১৩-১৪, এ ছাড়া দানিয়েল ১১: ৩২ পদও দেখুন)। এই বলে তিনি জাল ছিঁড়ে তাদের মুক্ত করে দিয়ে বললেন, "আমার সঙ্গে সঙ্গে এস, তোমাদের আবার সঠিক পথে নিয়ে যাই।" তার পর তোষামোদকারীর কথা শুনে তারা যে পথ ছেড়ে এসেছিল, তিনি আবার সেই পথে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "গত রাতে তোমরা কোথায় ছিলে?" তারা বলল, ***রমণীয় পর্বতে মেষপালকদের*** সঙ্গে।" তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা সেখান থেকে কি কোন পথ-নির্দেশিকা পাওনি?" তারা বলল, "হ্যাঁ পেয়েছিলাম।" তিনি বললেন, "তা হলে, যখন সঠিক পথ বেছে নিতে পারছিলে না, তখন পথ-নির্দেশিকা দেখনি কেন?" তারা বলল, "ভুলে গিয়েছিলাম।" তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, "***মেষপালকেরা*** কি তোমাদের ***তোষামোদকারীদের*** থেকে সাবধান হতে বলে দেননি?" তারা উত্তর দিল, "হ্যাঁ, দিয়েছিলেন;কিন্তু এমন মিষ্টভাষী লোকই যে সে-ই, তা আমরা বুঝতে পারিনি।" — হ্যাঁ, প্রেরিত পৌল তাই বলেছেন, "এই সব লোক . . . আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সেবা করে না, নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করে, এবং স্তুতিবাদ ও তোষামোদ দ্বারা সরল লোকদের মন ভোলায়" (রোমীয় ১৬:১৭, ১৮)।

স্বপ্নে আমি আরও দেখলাম, তিনি তাদের শুয়ে পড়তে বললেন, সঙ্গে সঙ্গে তারা শুয়ে পড়ল। তার পর তিনি তাদের গন্তব্য পথ দেখাবার জন্য চাবুক মারতে মারতে (দ্বিতীয় বিবরণ ২৫:২;২বংশাবলি ৬:২৭) বললেন, "আমি যত লোককে ভালবাসি, তাদের সবাইকে অনুযোগ করি ও শাসন করি;কাজেই উদ্যোগী হও ও মন ফেরাও" (প্রকাশিত. ৩:১৯)। তার পর তিনি তাদের গন্তব্য পথে যেতে বলে ***মেষপালকদের*** পরামর্শ মেনে চলতে বললেন। তারাও তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে ঠিক পথে ধীরে ধীরে চলতে শুরু করল, এবং যেতে যেতে এই গান গাইতে লাগল,

পথ হারিয়ে ফেলে যে যাত্রিজন,
দুর্দশা তাদের এসে কর নিরীক্ষণ।

যাত্রিকের গতি

সুপরামর্শ ভুলে গেল অতি সহজে,
জড়িয়ে পড়ল সত্বর কঠিন জালে।
তা থেকে মুক্ত তারা হল এখন,
শাস্তি দেখে যাত্রিগণ হও সচেতন।

খানিকটা দূর গেলে তারা দেখতে পেল, একটা লোক রাজপথ ধরে তাদের দিকে আসছে; মনে হল, যেন তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চায়। ***খ্রীষ্টিয়ান*** তখন সঙ্গীকে বলল, "ঐ দেখ, ***সিয়োনের*** দিকে পিছন করে একটা লোক আমাদের কাছে আসছে।"

আশাবান— হ্যাঁ, দেখেছি। কিন্তু এখনই সাবধান হওয়া দরকার, পাছে লোকটা আবার খোসামুদে কথা বলে বিপদে না ফেলে।

লোকটার নাম ***নাস্তিক***। সে তাদের কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, "কোথায় যাচ্ছ তোমরা?"

খ্রীষ্টিয়ান— ***সিয়োন*** পর্বতে।

উত্তর শুনে ***নাস্তিক*** অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল।

খ্রীষ্টিয়ান— কি, হাসছ যে?

নাস্তিক— হাসছি তোমাদের মূর্খতা দেখে। কারণ এ পথে চললে তো পথ চলার কষ্ট ছাড়া আর কিছু মেলে না!

খ্রীষ্টিয়ান— তার মানে, তুমি বলছ সেখানে গেলে আমাদের গ্রহণ করা হবে না!

নাস্তিক— আরে ছাড়ো। এ জগতে ***সিয়োন*** বলে কিছু নেই।

খ্রীষ্টিয়ান— কিন্তু পরলোকে আছে।

নাস্তিক— শোন, তুমি যা বলছ, দেশে থাকতে আমিও তা শুনেছিলাম, আর তাই সেই ***রাজধানীর*** খোঁজে বেরিয়েছিলাম, কিন্তু কুড়ি বছর হয়ে গেল তার কোন হদিশ পেলাম না।

হ্যাঁ, শাস্ত্র এদের বিষয়ে বলে, "হীনবুদ্ধি লোকের পরিশ্রম তাকে ক্লান্ত করে, কেননা নগরে কীভাবে যেতে হয়, তা সে জানে না" (উপদেশক ১০:১৫)।

খ্রীষ্টিয়ান— আমরা শুনেছি ও বিশ্বাসও করেছি, এমন এক নগর নিশ্চয়ই আছে।

নাস্তিক— দেশে থাকতে আমারও ঐ রকম বিশ্বাস ছিল, তাই তো খুঁজতে খুঁজতে এসেছি। ***সিয়োন*** বলে কোন নগর যদি থাকত, এই কুড়ি বছরে তা খুঁজে পেতাম। তোমাদের থেকে আমি আরও বেশি দূর খুঁজেছি, শেষ পর্যন্ত না পেয়ে এখন ফিরে যাচ্ছি। এই আকাশ-কুসুমের আশায় যা ফেলে এসেছিলাম, এখন আবার তা-ই ফিরে পেয়ে তৃপ্ত হবার চেষ্টা করছি।

তখন ***খ্রীষ্টিয়ান*** তার সঙ্গী ***আশাবানকে*** বলল, "এ লোকটা যা বলছে, তা কি ঠিক, কি

মনে হয় তোমার?"

আশাবান— খুব সাবধান, এও ***তোষামোদকারী***। এই ধরনের লোকের কথা শুনে কত দুঃখ পেতে হয়েছে, মনে করে দেখ। ***সিয়োন পর্বত*** নেই, এ কি কোন কথা হল? ***রমণীয় পর্বত*** থেকে আমরা তো ***সিয়োনের*** গেট পর্যন্ত দেখতে পেয়েছিলাম। আর এখন "আমরা বিশ্বাসে নির্ভর করে চলছি, প্রত্যক্ষ বিষয়ের দ্বারা নয়" (২করিন্থীয় ৫:৭)। চল, এগিয়ে যাই, নইলে চাবুক হাতে তেজোময় ব্যক্তি এসে আবার হাজির হবেন। শাস্ত্রের একটা কথা শোন, "বৎস, তুমি যদি শিক্ষা গ্রহণ করতে না চাও, তা হলে যা শিখেছ, তা-ও অচিরে ভুলে যাবে" (হিতোপদেশ ১৯:২৭)। কথাটা তুমি আমাকে বললে উপযুক্ত হত। না ভাই, এর কথা শুনে আর কাজ নেই; "যারা ফিরে চলে যায় . . . আমরা তাদের দলে নই, আমাদের বিশ্বাস অবিচল, সেইজন্যই আমরা বাঁচব" (হিব্রীয় ১০:৩৯)।

খ্রীষ্টিয়ান— আমাদের বিশ্বাস সম্বন্ধে মনে সন্দেহ জেগেছিল বলে তোমাকে ঐ প্রশ্ন করেছিলাম, তা মনে কোরো না; কিন্তু তোমার মন কতটা অবিচল, তা জানবার জন্য করেছিলাম। এই যে লোকটাকে দেখছ, এই যুগের দেব ওকে একেবারে অন্ধ করে দিয়েছে (২করিন্থীয় ৪:৪)। চল, আমরা এগোই, কারণ আমরা সত্য জানি, আর কোন মিথ্যা থেকে সত্যের উদ্ভব হতে পারে না (১যোহন ২:২১)।

আশাবান— এখন ***ঈশ্বরীয়*** প্রতাপের প্রত্যাশার জন্য আমার আনন্দ হচ্ছে (রোমীয় ৫:২)।

এই বলে তারা লোকটাকে ফেলে চলে গেল, আর লোকটা তাদের উপহাস করতে করতে নিজের পথে চলল।

স্বপ্নে তখন দেখলাম, তারা যেতে যেতে এক নতুন দেশে গিয়ে উপস্থিত হল; সেখানকার আবহাওয়া এমন যে, কোন বিদেশি গেলেই ঘুমিয়ে পড়ে। তাই ***আশাবান*** ঘুমের আমেজ অনুভব করাতে ***খ্রীষ্টিয়ানকে*** বলল, "ভাই, এত ঘুম পাচ্ছে যে আর চোখ খুলে রাখতে পারছি না, এস, একটু ঘুমিয়ে নিই।"

খ্রীষ্টিয়ান— না, না, কখনও না। একবার ঘুমিয়ে পড়লে আর হয় তো জাগতে পারব না।

আশাবান— কেন ভাই? পরিশ্রমী লোকের পক্ষে ঘুম তো বড়ই সুখের! একটু ঘুমিয়ে নিলে ক্লান্তি চলে যাবে।

খ্রীষ্টিয়ান— ***মেষপালকদের*** একজন ***মোহভূমির*** বিষয়ে সাবধান থাকতে বলেছিলেন, মনে নেই? তার কথার অর্থ, ঘুমের বিষয়ে আমাদের সাবধান থাকতে হবে। সুতরাং এস, আমরা অন্যান্যদের মত ঘুমিয়ে না পড়ি, বরং জাগ্রত ও সংযত থাকি (১থিষলনীকীয় ৫:৬)।

আশাবান— হ্যাঁ ভাই, আমার ভুল হয়েছে, স্বীকার করছি। আমি একা এখানে এলে ঘুমিয়ে পড়ে হয়তো মারা যেতাম। উপদেশক ঠিকই বলেছেন, "একজনের চেয়ে দু-জন ভাল"

(উপদেশক ৪:৯)। এ পর্যন্ত তোমার সঙ্গ আমার পক্ষে মঙ্গলজনক হয়েছে; এর উপযুক্ত পুরস্কার তুমি পাবে।

আশাবানের ঢুলুঢুলু ভাব কাটাবার জন্য ***খ্রীষ্টিয়ান*** বলল, এস, আমরা আধ্যাত্মিক বিষয় আলোচনা করি, তা হলে তোমার ঘুমভাব কেটে যাবে।

আশাবান— ঠিক আছে, তা-ই কর।

খ্রীষ্টিয়ান— কোথা থেকে শুরু করব, বল।

আশাবান— ***ঈশ্বর*** প্রথমে আমাদের যা যা করেছিলেন, সেই বিষয়ে বল — তুমিই শুরু কর।

খ্রীষ্টিয়ান— প্রথমে তোমাকে একটা গান শোনাই, তার পর শুরু করব।

মোহভূমিতে তন্দ্রা যখন করে আক্রমণ,
শুরু করবে তৎক্ষণাৎ ঈশ-আলাপন।
কেমনে যাত্রীদ্বয় তার সূত্র খুঁজি পায়,
শুনলে উপকার হবে, তাতে নেই সংশয়।
ঢুলুঢুলু ভাব তখন পাবে নাকো ঠাঁই,
চোখ খোলা রাখতে তুমি পারবে নিশ্চয়ই।
শত্রুরে রুখতে পাবে শক্তি, শাস্ত্রের বচন,
হোয়ো না কাতর ভয়ে, শোন যাত্রিজন।

গান শেষ করে ***খ্রীষ্টিয়ান*** বলল, "আচ্ছা, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি, তোমার মনের এই যে অবস্থা, এর সূত্রপাত হয়েছিল কী করে?"

আশাবান— ওঃ, তুমি জানতে চাইছ, আমার আত্মার মঙ্গলের চিন্তা কীভাবে আমার মনে প্রথম এসেছিল, তা-ই না?

খ্রীষ্টিয়ান— হ্যাঁ, তা-ই।

আশাবান— আচ্ছা, তা হলে শোন; আমাদের বাজারে যেসব পসরা আমদানি হয়, সেই সব নিয়ে আমোদ-আহ্লাদ করে কত না দিন কাটিয়ে দিয়েছি। এখন বুঝতে পারছি, যদি সেই সব নিয়ে ভোগবিলাসে আজও মত্ত থাকতাম, তা হলে, আমাকে নরকানলে পুড়ে মরতে হত।

খ্রীষ্টিয়ান— সে-সব পসরা কি?

আশাবান— এই জগতের ধনরত্ন; তা ছাড়া, মদ্যপান, ইন্দ্রিয়সুখ, নারীদেহ উপভোগ, মিথ্যাবলা, আকথা-কুকথা, বিশ্রামবার লঙ্ঘন ইত্যাদি যেসব কাজের ফলে আত্মার বিনাশ নিশ্চিত, তাতেই ছিল আমার আনন্দ। কিন্তু শেষে তোমার মুখে ধর্ম ও ধর্মীয় আচরণের কথা শুনে, এবং মায়ামেলায় যে বিশ্বাসী ভাই সৎ আচরণ ও বিশ্বাসহেতু হত হন, তার মুখে শুনে ও এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করে বুঝলাম, এ সবের পরিণাম মৃত্যু (রোমীয় ৬:২১-২৩)। আর

এই সব দোষের ফলে অবাধ্যতার সন্তানগণের উপর ঈশ্বরের দণ্ড নেমে আসে (ইফিষীয় ৫:৬)।

খ্রীষ্টিয়ান— একবারেই কি তোমার মনের পূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছিল?

আশাবান— না; পাপের জঘন্যতা ও তার শাস্তির কথা প্রথমে মন মেনে নিতে চায়নি; বরং শাস্ত্রবাক্য যখন আমার মনকে উদ্বিগ্ন করে তুলত, আমি তখন বাক্যের আলোর দিকে তাকিয়ে চোখ বন্ধ করে রাখতাম।

খ্রীষ্টিয়ান— কেন, ***ঈশ্বরের আত্মা*** তোমাকে চেতনা দিতেন, আর তুমি অমনি করতে কেন?

আশাবান— তার অনেকগুলো কারণ আছে। প্রথমত, ***ঈশ্বর*** যে আমাকে চেতনা দিচ্ছেন, তা আমি বুঝতে পারিনি, আমার কল্পনাতেই তা আসেনি। দ্বিতীয়ত, অপরাধের কাজগুলো ছিল আমার বড়ই প্রিয়, তাই তা ত্যাগ করতে চাইতাম না। তৃতীয়ত, মন পুরনো বন্ধু দের ছাড়তে চাইত না, তাদের সঙ্গ ও কাজ আমাকে আনন্দ দিত। চতুর্থত, পাপের বিষয়ে তীক্ষ্ণ চেতনা আমার পক্ষে এতই যন্ত্রণাদায়ক ও মর্মান্তিক হয়ে উঠত যে, মনে হত, আমার বুক হয়তো ফেটে যাবে, তাই বাক্যের আলোর দিকে তাকাতাম না।

খ্রীষ্টিয়ান— কিন্তু সে-যন্ত্রণা, বোধ হয়, সব সময় থাকত না।

আশাবান— না, কিন্তু যখন উপস্থিত হত, তখন আগেকার থেকেও বেশি কষ্ট হত।

খ্রীষ্টিয়ান— কি কারণে পাপের বিষয় আবার মনে পড়ত?

আশাবান— নানা কারণে, যেমন —

১) কোন সাধু-সন্তের সংসর্গে এলে,

২) ঈশ্বরের বাক্য — বাইবেল পাঠ শুনলে,

৩) নিজে অসুস্থ হয়ে পড়লে,

৪) প্রিয়জনের অসুস্থতার কথা শুনলে,

৫) কারও মৃত্যু সংবাদ শুনলে,

৬) আমাকেও মরতে হবে, চিন্তা করলে,

৭) আকস্মিক মৃত্যুর বিবরণ শুনলে,

৮) সমস্ত কৃতকার্যের হিসেব-নিকেশ দিতে হবে, ভাবলে।

খ্রীষ্টিয়ান— যে কোন কারণে হোক, পাপভারে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়লে সহজে কি অব্যাহতি পেতে?

আশাবান— না, পেতাম না। চেষ্টা করলেও পাপের ভারে বিবেক আরও বেশি মুষড়ে পড়ত। যদিও পাপের প্রতি অনীহা জন্মেছিল, তবুও আবার পাপে পড়ে যেতে পারি, তা ভাবলে কষ্ট বেড়ে যেত।

খ্রীষ্টিয়ান— তখন কি করতে?

আশাবান— ভাবতাম, আমার আচার-ব্যবহার ভাল করতে হবে, তা না হলে, বিনাশ নিশ্চিত।

খ্রীষ্টিয়ান— চেষ্টা করেছিলে?

আশাবান— হ্যাঁ করেছিলাম; কেবল পূর্বের পাপ নয়, পাপের সঙ্গীও ত্যাগ করেছিলাম ও ধর্মকর্মে মন দিয়েছিলাম। প্রার্থনা করতাম, বাইবেল পড়তাম, পাপের জন্য অনুতাপ করে চোখের জলে বুক ভাসাতাম, প্রতিবেশীদের সঙ্গে প্রকাশ্যে ঐশ বিষয় আলোচনা করতাম, আরও কত কী, সব এখন বিস্তারিত বলার সময় নয়।

খ্রীষ্টিয়ান— কোন উপকার হয়েছিল?

আশাবান— কিছুটা উপকার বোধ করেছিলাম, কিন্তু শেষে এমন এক ধাক্কা খেলাম যে, আমার সব সৎকর্ম ভেসে গেল।

খ্রীষ্টিয়ান— কিন্তু তখন তো এত ভাল কাজ করতে, তবুও কেন এমন হত?

আশাবান— তার অবশ্য অনেক কারণ আছে; কেননা বাইবেল বলে, "আমাদের সর্বপ্রকার ধার্মিকতা মলিন বস্ত্রের সমান" (যিশাইয় ৬৪:৬)। আবার "ব্যবস্থা অনুযায়ী কাজের দ্বারা কোন মানুষ ধার্মিক গণিত হবে না" (গালাতীয় ২:১৬)। তা ছাড়া, বাইবেলে আদেশ আছে, "সমস্ত আজ্ঞা পালন করলেও তোমরা বলো, আমরা অনুপযোগী দাস, যা করতে বাধ্য ছিলাম, তা-ই করলাম" (লুক ১৭:১০)। তখন থেকে মনে হতে লাগল, আমার সমস্ত ধার্মিকতা যদি ময়লা-ছেঁড়া কাপড়ের মত হয়, যদি ব্যবস্থানুযায়ী কাজের দ্বারা কোন মানুষ ধার্মিক গণিত না হয়, আবার সমস্ত কাজ করার পরও যদি অনুপযোগী দাস থেকে গেলাম, তা হলে, ব্যবস্থার কাজের গুণে স্বর্গে যাবার চেষ্টা করা বৃথা। আরও ভাবলাম, যদি কেউ কোন দোকানদারের কাছ থেকে ধারে কিছু জিনিস কেনে, দোকানদার তা লিখে রাখে। তার পরে সে যা কেনে, নগদে কিনলেও পুরনো দেনা থেকেই যায়। এ বার দোকানদারের টাকা পরিশোধ না করলে সে আদালতে নালিশ করে টাকা আদায় করতে পারে, আবার অনাদায়ে জেলও হতে পারে।

খ্রীষ্টিয়ান— বেশ তো; কিন্তু এ সব ব্যাপার তোমার নিজের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে কি করে?

আশাবান— তা হলে শোন; আমি ভাবতাম, পাপ করে আমি তো ***ঈশ্বরের*** কাছে মস্ত বড় দেনদার হয়ে রয়েছি, আর এখন ভাল কাজ করলেও তা তো শোধ হবার নয়। সুতরাং এখন তো ভাল কাজ করতে হবেই, তা ছাড়াও আগেকার দেনার জন্য শাস্তি কীভাবে এড়ানো যায়, তা দেখতে হবে।

খ্রীষ্টিয়ান— ভালই প্রয়োগ করেছিলে, কিন্তু তার পর আর কি করলে?

আশাবান— এতেই শেষ নয়, কষ্টের আরও কারণ আছে। যখন থেকে ভাল কাজ করতে আরম্ভ করি, তখন থেকে আমার ভাল কাজের মধ্যেও নতুন নতুন পাপ দেখতে পেতাম; অন্যভাবে বলা যায়, পাপ সম্বন্ধে সূক্ষ্ম জ্ঞান জন্মাতে লাগল। তখন ভাবলাম, কর্তব্য কর্ম

করেছি বলে অভিমান করে লাভ নেই, কারণ আমি একদিনেই যে পাপ করে বসেছি, নরকে নিয়ে যাবার জন্য সেটাই যথেষ্ট।

খ্রীষ্টিয়ান— তখন কি করলে?

আশাবান— নিজে কিছু ঠিক করতে না পেরে সমস্যাটা নিয়ে ***বিশ্বাসীর*** কাছে হাজির হলাম; তার সঙ্গে আমার আগে থেকে পরিচয় ছিল। সে বলল, ***যিনি*** কখনও পাপ করেননি, এমন একজন ***মানুষের*** ধার্মিকতা লাভ করতে না পারলে আমার কোন উপায় নেই, আমার নিজের বা সমস্ত জগতের ধার্মিকতার জোরেও আমি রক্ষা পেতে পারব না।

খ্রীষ্টিয়ান— তার কথা কি সত্যি বলে মনে হয়েছিল?

আশাবান— নিজের ধর্মকর্মে যখন খুশি ছিলাম, তখন এ কথা শুনলে পাগলের প্রলাপ বলে উড়িয়ে দিতাম;কিন্তু এখন আমি নিজের দুর্বলতা এবং নিজের ভাল কাজের মধ্যেও পাপের অবস্থান দেখতে পাচ্ছি, তাই তার কথা মেনে নিলাম।

খ্রীষ্টিয়ান— কিন্তু ***বিশ্বাসী*** সম্পূর্ণ নির্দোষ, নিষ্কলঙ্ক মানুষের কথা বললে, তা কি সম্ভব বলে মনে হয়েছিল?

আশাবান— প্রথমে সম্ভব বলে মনে হয়নি, কিন্তু তার সঙ্গে এ বিষয়ে কিছুক্ষণ আলোচনা করার পর সম্ভব বলে মনে হয়েছিল।

খ্রীষ্টিয়ান— তা হলে এই লোকটা কে, আর কীভাবেই বা *তাঁর* দ্বারা তুমি ধার্মিক প্রতিপন্ন হবে, তা কি জানতে চেয়েছিলে?

আশাবান— হ্যাঁ। সে বলেছিল, তিনি হলেন ***প্রভু যীশু খ্রীষ্ট***। তিনি এখন সর্বময় অধিকর্তা, ***পিতা ঈশ্বরের*** দক্ষিণে বসে আছেন। শাস্ত্র ***তাঁর*** বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়, — "ইনি পাপার্থক একই যজ্ঞ চিরকালের জন্য উৎসর্গ করে ঈশ্বরের দক্ষিণে উপবিষ্ট হলেন।" আবার, "ঈশ্বরের গৃহের উপর নিযুক্ত মহান এক যাজকও আমাদের আছেন" (ইব্রীয় ১০:১২, ২১)। সে আরও বলল, ***তিনি*** মানুষ হয়ে জগতে এসে ক্রুশে প্রায়শ্চিত্ত বলিরূপে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন, ***তাঁর*** সেই সাধিত কাজে বিশ্বাস করে তোমাকে ধার্মিক গণ্য হতে হবে। তখন আবার জিজ্ঞেস করলাম, ***তাঁর*** পুণ্যের এমন কি গুণ আছে, যাতে অন্যে ***ঈশ্বরের*** দৃষ্টিতে ধার্মিক বলে গণ্য হতে পারে? উত্তরে সে বলল, ***তিনি*** নিজেই সর্বশক্তিমান ***ঈশ্বর***, তোমার জন্য ***তিনি*** ক্রুশে প্রায়শ্চিত্ত সাধন করে ধার্মিকতা অর্জন করেছেন; সুতরাং সেই সাধিত কার্যে বিশ্বাসপূর্বক ***তাঁকে*** গ্রহণ করলে ***তাঁর*** সমস্ত কাজের ফল ও যোগ্যতা তোমার বলে গণ্য হবে।

খ্রীষ্টিয়ান— তার পর কি করলে?

আশাবান— ***বিশ্বাসীকে*** বললাম, তিনি হয়তো আমাকে ধার্মিক বলে গণ্য করবেন না।

খ্রীষ্টিয়ান— তা শুনে সে কি বলল?

আশাবান— সে বলল, ***তাঁর*** কাছে একবার গিয়েই দেখ না। আমি বললাম, সাহসে কুলোচ্ছে না। সে বলল, ভয়ের কিছু নেই, ***তিনিই*** তোমাকে ডেকে বলছেন, "হে পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত জন, আমার কাছে এস, আমি তোমাদের বিশ্রাম দেব" (মথি ১১:২৮)। তা ছাড়া, ***যীশুর*** কাছে যাবার সাহস উৎপাদনের জন্য ***তাঁরই*** মুখের কথা লেখা একটা বই আমাকে দিয়ে বলল, আকাশ ও পৃথিবী লুপ্ত হতে পারে, কিন্তু এই বইয়ের বিন্দু বিসর্গও লোপ পাবে না। তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম, ***তাঁর*** কাছে গিয়ে আমাকে কি কি করতে হবে। সে বলল, নত-নম্র হয়ে সর্বান্তঃকরণে ***পিতা ঈশ্বরের*** কাছে মিনতি জানাতে হবে, যেন *তিনি খ্রীষ্ট যীশুকে* তোমার কাছে প্রকাশ করেন। সে আরও বলল, ***তিনি*** অনুগ্রহ-সিংহাসনে বসে অপেক্ষা করছেন, যে ***তাঁর*** কাছে যায়, তাকেই ***তিনি*** ক্ষমা দান করেন (ইব্রীয় ৪:১৬) । আমি বললাম, কিন্তু গিয়ে কি বলব, তা তো জানি না। তখন ***বিশ্বাসী*** বলল, এই বলে প্রার্থনা কোরো, "হে ***ঈশ্বর***, আমি পাপী, আমার প্রতি দয়া কর; আমি যেন ***খ্রীষ্ট যীশুকে*** জানতে ও ***তাঁতে*** বিশ্বাস করতে পারি। আমি বুঝেছি, ***তাঁর ধার্মিকতায়*** বিশ্বাস ব্যতীত আমার রক্ষা পাবার আর কোন উপায় নেই। প্রভু, শুনেছি তুমি দয়ার সাগর, তোমার ***পুত্র খ্রীষ্ট যীশুকে*** জগতের ত্রাণকর্তারূপে দান করেছ এবং আমার মত পাপীকেও ***তুমি*** উদ্ধার করতে চাও; তাই দয়া করে আমার পাপ ক্ষমা করে আমাকে রক্ষা কর। আমেন।"

খ্রীষ্টিয়ান— তুমি কি তার কথামত প্রার্থনা করেছিলে?

আশাবান— হ্যাঁ, করেছিলাম।

খ্রীষ্টিয়ান— তখন *পিতা* কি ***পুত্র খ্রীষ্ট যীশুকে*** তোমার কাছে প্রকাশ করেছিলেন?

আশাবান— না, প্রথমবার প্রার্থনায় কিছুই বুঝতে পারলাম না। তার পর আবার প্রার্থনা করতে থাকলাম, এইভাবে ছ'বার প্রার্থনা করলাম, কিন্তু কিছুই বুঝলাম না।

খ্রীষ্টিয়ান— তখন কি করলে?

আশাবান— কি করব কিছু ঠিক করতে পারছিলাম না।

খ্রীষ্টিয়ান— প্রার্থনা করা ছেড়ে দিতে তখন তোমার ইচ্ছে হয়নি।

আশাবান— হ্যাঁ, অনেকবার হয়েছিল।

খ্রীষ্টিয়ান— তা হলে ছাড়নি কেন?

আশাবান— কারণ শুনেছিলাম, ***খ্রীষ্টের*** ধার্মিকতা যদি লাভ করতে না পারি, তা হলে সারা জগৎও আমাকে রক্ষা করতে পারবে না। আর আমি তা বিশ্বাস করেছিলাম, তাই ভাবলাম, প্রার্থনা করা ছেড়ে দিলে তো মরতে হবে। যখন মরতে হবেই, তখন প্রার্থনা করতে করতে অনুগ্রহ-সিংহাসনের সামনে মরাই বরং ভাল। তৎক্ষণাৎ মনে পড়ল শাস্ত্রে লেখা আছে, "অপেক্ষা কর, এখনই না হলেও এ ঘটনা ঘটবেই, অধিক বিলম্ব হবে না . . ." (হবক্কূক ২:৩)।

খ্রীষ্টিয়ান— বেশ, তবে কীভাবে *তিনি* তোমার কাছে প্রকাশিত হলেন?

আশাবান— চর্মচক্ষে ***তাঁকে*** দেখতে পাইনি, কিন্তু অন্তর্চক্ষুতে ***তাঁকে*** দেখতে পেয়েছিলাম (ইফিষীয় ১:১৮, ১৯)। একদিন মনে ভীষণ দুঃখ অনুভব করছিলাম — তা এতই ভয়ানক ছিল যে, সারা জীবনে কখনও এ রকম দুঃখবোধ হয়নি — আর তা হয়েছিল নিজের পাপের বাহুল্য ও জঘন্যতা সম্বন্ধে নতুন জ্ঞান লাভ করায়। মনে হল, আর কোন উপায় নেই; তাই নরকের ও আত্মার অনন্ত বিনাশের অপেক্ষা করতে থাকলাম। এমন সময়ে হঠাৎ দেখতে পেলাম, ***প্রভু যীশু*** আকাশ থেকে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন, এবং শুনতে পেলাম, "***প্রভু যীশুতে*** বিশ্বাস কর, তা হলে . . . পরিত্রাণ (রক্ষা) পাবে" (প্রেরিত ১৬: ৩১)।

আমি উত্তর দিলাম, "***প্রভু***, আমি যে মহাপাপী।" তিনি বললেন, "আমার অনুগ্রহ তোমার পক্ষে যথেষ্ট" (২করিন্থীয় ১২:৯)। আমি বললাম, "***প্রভু***, বিশ্বাস করা কি? কি করে বিশ্বাস করতে হয়?" তখন আমার সামনে ***প্রভুর*** এই বাক্য ভেসে উঠল, "যে আমার কাছে আসবে, সে কখনও ক্ষুধার্ত হবে না, এবং যে আমাতে বিশ্বাস করে, সে কখনও তৃষ্ণার্ত হবে না" (যোহন ৬: ৩৫)। এই বাক্যের দ্বারা বুঝলাম, বিশ্বাস করা আর কিছু নয়, কেবল ***তাঁর*** কাছে গিয়ে ***তাঁর*** চরণে আশ্রয় নেওয়া, বা ***তাঁর*** শরণাপন্ন হওয়া। আর যে **তাঁর** কাছে যায়, বা যার মন ***খ্রীষ্ট যীশুর*** দ্বারা পরিত্রাণ (রক্ষা) পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে, সে সত্যি সত্যি ***তাঁতে*** বিশ্বাস করে; তাই আমার চোখ ছলছল করতে লাগল। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, ***প্রভু***, আমি তো মহাপাপী, আমাকে কি তোমার চরণে আশ্রয় দেবে? ***তিনি*** বললেন, "যে আমার কাছে আসবে, তাকে আমি কখনও পরিত্যাগ করব না" (যোহন ৬:৩৭)। আমি বললাম, ***প্রভু***, নির্ভেজাল বা খাঁটি বিশ্বাস যেন উৎপন্ন হয়, সেজন্য আমাকে কি করতে হবে?

তখন ***প্রভু*** বললেন, "নিঃসন্দেহে এ কথা সত্যি ও সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য যে ***প্রভু যীশু খ্রীষ্ট*** জগতে এসেছিলেন পাপীদের উদ্ধার করতে" (১তীমথি ১:১৫)। "***খ্রীষ্টই*** ব্যবস্থার পূর্ণতা দান করেছেন, তাই যারা ***তাঁকে*** বিশ্বাস করে, তারাই ধার্মিক" (রোমীয় ১০:৪)। "***যীশু*** আমাদের পাপের জন্য মৃত্যুর কবলে নিজেকে সমর্পণ করেছেন ও আমাদের ধার্মিকতার জন্য পুনরুত্থিত হয়েছেন" (রোমীয় ৪:২৫)। "***তিনি*** আমাদের ভালবাসেন ও ***নিজ*** রক্তে আমাদের পাপ থেকে মুক্ত করেছেন" (প্রকাশিত. ১:৫)। "***ঈশ্বর*** ও মানুষের মধ্যে একজন মাত্র মিলনকারী আছেন, ***তিনি*** স্বয়ং ***খ্রীষ্ট যীশু***" (১তীমথি ২:৫)। "আমাদের জন্য অনুরোধ করতে ***তিনি*** সতত জীবিত আছেন" (হিব্রীয় ৭:২৫)। এই সব বাক্যের দ্বারা বুঝতে পারলাম, ধার্মিকতা কেবল ***যীশুর*** কাছ থেকে লাভ করা যায়, নিজের কর্মগুণে লাভ করা যায় না; এবং আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত কেবল ***তাঁরই*** রক্তেতে সম্ভব। ***পিতার*** ব্যবস্থা পালন ও ব্যবস্থাসঙ্গত শাস্তিভোগ ***তিনি*** নিজের জন্য করেননি, কিন্তু পাপী মানুষের উদ্ধারের জন্য করেছেন। আর

বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গে আমার হৃদয়ে আনন্দ উথলে উঠল, চোখ আনন্দ-অশ্রুতে পরিপূর্ণ হয়ে গেল এবং ***যীশু নাম, তাঁর*** ভক্তমণ্ডলী, ***তাঁর*** কার্যের বিষয়ে ভালবাসার স্রোত হৃদয়ে বইতে লাগল।

খ্রীষ্টিয়ান— বুঝেছি, এ আর কিছু নয় — ***খ্রীষ্ট*** স্বয়ং তোমার আত্মার সম্মুখে উপস্থিত হয়েছিলেন। আচ্ছা, এর পর তোমার মনের অবস্থা কেমন হয়েছিল, একটু খুলে বল তো।

আশাবান— আমি বুঝতে পারছিলাম, জগতের লোকেরা যতই নিজের ধার্মিকতা জাহির করুক না কেন, ঈশ্বরের দৃষ্টিতে তা কিছুর মধ্যে গণ্য নয়; তাদের জন্য বিচারের ভয়াবহতা অপেক্ষা করছে। আরও বুঝতে পারছিলাম, ধর্মময় ***পিতা ঈশ্বর*** নিজ শরণাপন্ন পাপীকে ধার্মিক গণ্য করলেও নিজে ধর্মময় থাকেন (রোমীয় ৩:২৬)। এত কাল আমি যেমন আচরণ করে এসেছি, তার জঘন্যতা ও নিজের মূর্খতার জন্য লজ্জিত ও স্তম্ভিত হয়ে পড়েছিলাম; কারণ ***খ্রীষ্ট যীশুর*** যে পবিত্র সৌন্দর্য ও প্রেমময় রূপ দেখেছিলাম, তা আগে কখনও ভাবতেও পারতাম না। তাই পবিত্র আচরণ আমার ভালবাসার বিষয় হয়ে উঠেছিল, এবং ***যীশু*** নামের গৌরব ও সম্মান প্রদর্শনের জন্য কিছু করতে ব্যাকুল হয়ে পড়েছিলাম। ***তাঁর*** গৌরবের জন্য আমার দেহের শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত পাত করতে আমার কোন দ্বিধা ছিল না।